ড. মুহাম্মাদ জুবায়ের

মুসলিম বিশ্বে আধুনিকতাবাদ ও তার প্রবক্তারা

মুসলিম বিশ্বে আধুনিকতাবাদ ও তার প্রবক্তারা

ড. মুহাম্মাদ জুবায়ের

অনুবাদক : শাকের আনোয়ার

সম্পাদক : ইলিয়াস মশহুদ

কালান্তর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৩

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳৩৫০, US $16. UK £13

প্রচ্ছদ : ইলিয়াস বিন মাজহার

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-98012-8-3

Muslim Bisshe Adhunikotabad O Tar Proboktara
[Modernism and its Proponents in the Muslim World]
by **Dr. Muhammad Zubair**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantordk
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher. except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

মুসলিম সমাজে ধর্মীয় পরিসরে আধুনিকতাবাদী বলতে এমন লোককে বোঝায়, যিনি শেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনীত এবং স্বীকৃত ইসলামের প্রতি বিরাগভাজন এবং ইসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতায় সামঞ্জস্য প্রমাণে চেষ্টমান। নামে মুসলিম হলেও আধুনিকতাবাদীরা পশ্চিমের নানা মতবাদ ও ধ্যান-ধারণার নিরিখে ইসলামকে বিচার করেন। ইসলামের যা কিছু ইউরো-মার্কিন আদর্শ ও মূল্যবোধের সঙ্গে অসমঞ্জস, সেই সবকিছুকে তাঁরা অপাঙ্‌ক্তেয় করতে তাঁদের মেধা ও মনন ব্যয় করেন। এ জন্য তাঁরা চৌদ্দশো বছর ধরে চলে আসা কুরআন-হাদিসের প্রতিষ্ঠিত মত ও সিদ্ধান্তের অপব্যাখ্যা করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না।

এই আধুনিকতাবাদী প্রবণতা প্রথমে মুতাজিলাদের হাত ধরে হিজরি প্রথম শতকে শুরু হয়। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে উনিশ ও বিশ শতকে এ আন্দোলন নতুনভাবে জেগে ওঠে, অতীতের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে। এই সময়ে যাঁদের মাধ্যমে এই আন্দোলনটি গতি পায়, তাঁদেরকে বলা হয় আধুনিকতাবাদী বা মডারেট মুসলিম। এঁরা হয়ে থাকেন মেধায় অনন্য, জ্ঞানে-গুণে অসাধারণ। 'বেশি জ্ঞান'-এর ফলে তাঁরা একসময় হয়ে ওঠেন মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক। তাঁদের মন-মগজ অভিভূত করে রাখে ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ। এরই আলোকে তাঁরা ইসলামের অদ্ভুত সব ব্যাখ্যা করতে থাকেন। দীনকে হাসি-তামাশার বস্তুতে পরিণত করেন। ফলে ইসলামের এমন এক সংস্করণের উদ্ভব ঘটে, যেখানে প্রকৃত ইসলামকে খুঁজে পাওয়া শুধু কঠিনই নয়, রীতিমতো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে লেখক ড. মুহাম্মাদ জুবায়ের এমন কজন আধুনিকতাবাদী মুসলিমের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁদের চিন্তার ভ্রান্তি তুলে ধরেছেন। পাঠকদের জন্য গ্রন্থটি এ বিষয়ে পথিকৃৎ হতে পারে। একে আশ্রয় করে আরও অনেক রচনা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি।

অনুবাদক শাকের আনোয়ার গুরুত্বপূর্ণ এ বইটি অনুবাদ করে বড় একটি দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করেছেন এবং মূল বইয়ে কয়েকজনের আলোচনা একেবারে সংক্ষিপ্ত হওয়ায় একই লেখকের অন্যান্য বইয়ের

সহযোগিতা নিয়ে এর পূর্ণতাসাধন করেছেন। মুসলিম আধুনিকতাবাদের অন্যান্য প্রবক্তাদের নিয়ে তাঁরই অনুবাদে আমরা আরেকটি বই প্রকাশের ইচ্ছা রাখি। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

বইটি সম্পাদনা করেছেন ইলিয়াস মশহুদ। সম্পাদনা সহযোগী ছিলেন মুতিউল মুরসালিন। পাঠকের দৃষ্টিতে দুইবার আগাগোড়া নিরীক্ষা করেছেন আলমগীর হুসাইন মানিক। সবশেষে প্রকাশক আবুল কালাম আজাদ এবং আবদুল হকও একবার করে পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী দিয়েছেন এবং শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। এছাড়াও কালান্তরের অন্যান্য প্রকাশনার মতো এতে প্রয়োজনীয় শিরোনাম-উপশিরোনাম ও টীকা-টীপ্পনী সংযোজন করা হয়েছে এবং এর বিন্যাসকে সাবলীল ও সুন্দর করার সম্ভব সব রকম চেষ্টাই করা হয়েছে। তবু অপূর্ণতা, অসংগতি বা ত্রুটি থেকে যেতে পারে। সহৃদয় পাঠকের সকল প্রস্তাব ও পরামর্শ আমরা সবসময়ই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করি। বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার প্রচেষ্টা মহান আল্লাহ কবুল করুন!

খতিব তাজুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
কালান্তর প্রকাশনী
সেপ্টেম্বর ১, ২০২৩

অনুবাদকের কথা

ইসলামকে যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোকে উপস্থাপন করা, হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়াদির ক্ষেত্রে শিথিলতা করা কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে বৈধতা দেওয়া—সর্বোপরি কুরআন ও হাদিসের যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যার প্রবণতাই সংক্ষেপে আধুনিকতাবাদ।

মুতাজিলাদের বহু শতাব্দী পরে মুমূর্ষু এ দৃষ্টিভঙ্গি যাঁদের শুশ্রূষায় পুনর্জীবন লাভ করে, তাঁদের অগ্রসারিতে ছিলেন মিসরে সাইয়িদ জামালুদ্দিন আফগানি ও তাঁর দুই ভাবশিষ্য মুফতি আবদুহু ও শায়খ রশিদ রিজা এবং আমাদের উপমহাদেশে স্যার সাইয়িদ আহমাদ খান, গোলাম আহমাদ পারভেজ, মাওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান, জাবেদ আহমাদ গামিদি, তাহির কাদরি প্রমুখ।

বাংলাভাষায় ইসলামি পরিসরের আধুনিকতাবাদ নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ আমাদের চোখে পড়েনি—না মৌলিক রচনা, না অনুবাদ। এ খালি জায়গাটা পূরণ করতেই আমি বক্ষ্যমাণ বইটি অনুবাদে আগ্রহী হই। সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল এ বইয়ে লেখক আধুনিকতাবাদীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁদের চিন্তা-চেতনা, আকিদা-বিশ্বাস এবং নানা বিষয়ে তাঁদের মনগড়া ব্যাখ্যাগুলো গুছিয়ে তুলে দিয়েছেন পাঠকের সামনে। বিজ্ঞ পাঠক সমালোচনায় তাঁকে আশ্চর্যরকম ভারসাম্যপূর্ণ ও নিরপেক্ষ এবং উদ্ধৃতি উপস্থাপনে চূড়ান্ত সতর্ক হিসেবেই দেখতে পাবেন।

লাহোরের রিফাহ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড. হাফিজ মুহাম্মাদ জুবায়ের পাকিস্তানের একজন খ্যাতিমান আলিম ও গবেষক। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তাঁর কিছু প্রবন্ধের সংকলন, যেগুলো ২০১০-২০১১ সালে লাহোরের মাসিক *মিসাক* ও মুলতানের *আল-আহরারে* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে পাঠকদের অনুরোধে লেখক সেগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

উর্দু মূল বইটির নাম *তাহরিকে তাজাদ্দুদ আওর মুতাজাদ্দিদিন*। এতে ওয়াহিদুদ্দিন খান এবং গামিদির আলোচনা ছিল না। পূর্ণতাসাধনের স্বার্থে আমরা অনুবাদক-প্রকাশক মূল লেখকের অনুমতি ও পরামর্শক্রমে তাঁরই অন্য দুটি বই *মাওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান : আফকার ওয়া নাজরিয়াত* এবং *ফিকরে গামিদি : এক তাহকিকি ওয়া তাজজিয়াতি*

মুতালাআ থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ চয়ন ও তরজমা করে সংশ্লিষ্ট দুটি অধ্যায় যোগ করে দিয়েছি। সেই সঙ্গে জুড়ে দিয়েছি কিছু প্রয়োজনীয় টীকা ও তথ্যসূত্র—যা মূলে ছিল না।

লেখালিখিতে আমি নতুন। তাই জ্ঞান ও পাঠের স্বল্পতার কারণে ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। সুধী পাঠক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে বইটির পরবর্তী সংস্করণকে আরও সুন্দর করতে সাহায্য করবেন, এই নিবেদন রইল। অনুবাদকার্যে শ্রদ্ধেয় বড় ভাই নোমান, ইমরান ও বোন রাহিমার ভালোবাসা ও সহযোগিতা আমাকে সঙ্গ দিয়েছে। আমার মুহতারাম শিক্ষক ও প্রিয় সহপাঠী-বন্ধুরা আমাকে উৎসাহ ও সাহস জুগিয়েছেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি ঋণী। কালান্তর প্রকাশনীর কর্ণধার গুরুতম আবুল কালাম আজাদ ও তাঁর সম্পাদনা পর্ষদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদানে সম্মানিত করুন!

শাকের আনোয়ার
ফেনী। জুন ১২, ২০২৩।

সূচিপত্র

লেখকের উর্দু বাণী # ১৫

লেখকের কথা # ১৭

ভূমিকা

তাজাদ্দুদ, মুতাজাদ্দিদ, তাজদিদ ও মুজাদ্দিদ # ১৯

প্রথম আধুনিকতাবাদ আন্দোলন # ২১

এক : মুতাজিলা সম্প্রদায়ের পাঁচ মূলনীতি ২২

দুই : সাম্প্রতিককালে আধুনিকতাবাদ আন্দোলন ২৬

প্রথম অধ্যায়

মিসরে আধুনিকতাবাদ আন্দোলন # ২৮

সাইয়িদ জামালুদ্দিন আফগানি # ২৯

এক : জন্ম ও প্রাথমিক জীবন ২৯

দুই : আফগানির মতাদর্শ ৩০

তিন : রাজনৈতিক জীবন ৩১

চার : চিন্তাধারা ও মতবাদ ৩২

পাঁচ : উপসংহার ৩৪

মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহু # ৩৭

এক : জন্ম ও সংক্ষিপ্ত জীবন ৩৭

দুই : রচনাবলি ৩৯

তিন : চিন্তাধারা ও মতবাদ ৩৯

চার : কুরআনের অদ্ভুত তাফসির ৪১
পাঁচ : উপসংহার ৪৪

সাইয়িদ মুহাম্মাদ রশিদ রিজা # ৪৬

এক : জন্ম ও সংক্ষিপ্ত জীবন ৪৬
দুই : রচনাবলি ৪৮
তিন : চিন্তাধারা ও মতবাদ ৪৮
চার : উপসংহার ৫০

ড. তাহা হুসাইন # ৫২

এক : জন্ম ও প্রাথমিক জীবন ৫২
দুই : লিখিত গ্রন্থ ও গবেষণাকর্ম ৫২
তিন : চিন্তাধারা ও মতবাদ ৫৩
চার : উপসংহার ৫৮

তাওফিক আল হাকিম # ৫৯

এক : জন্ম ও প্রাথমিক জীবন ৫৯
দুই : চিন্তা ও চেতনার ক্রমবিকাশ ৬১
তিন : ধোঁয়াশাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ৬১
চার : লিখিত গ্রন্থ ও সাহিত্যকর্ম ৬২
পাঁচ : চিন্তাধারা ও মতবাদ ৬৩
ছয় : উপসংহার ৬৪

ড. ইউসুফ কারজাবি # ৬৫

এক : জন্ম ও প্রাথমিক জীবন ৬৫
দুই : পরিবার ৬৫
তিন : বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের দায়িত্ব ৬৬
চার : মুসলিম বিশ্বে কারজাবির প্রভাব ৬৭
পাঁচ : আল ইখওয়ানুল মুসলিমুন ও কারজাবি ৬৭
ছয় : দাওয়াত ও আন্দোলন ৬৮
সাত : ইসরাইল ও আমেরিকা বিষয়ে কারজাবি ৬৯
আট : কারজাবি ও ইরাকযুদ্ধ ৭০

নয় : লিখিত গ্রন্থ ও গবেষণাকর্ম ৭১
দশ : ফাতওয়া ও মতামত ৭২
এগারো : কারজাবির সমালোচক ৮০
বারো : আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মাননা ৮১
তেরো : উপসংহার ৮১

ড. ওয়াহবা আল জুহায়লি # ৮৪

এক : জন্ম ও প্রাথমিক জীবন ৮৪
দুই : বিভিন্ন সংস্থার দায়িত্ব ও সদস্যপদ ৮৪
তিন : রচনা ও গবেষণাকর্ম ৮৫
চার : ফাতওয়া ও মতামত ৮৬
পাঁচ : উপসংহার ৮৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

তুরস্কে আধুনিকতাবাদ আন্দোলন # ৮৯

মুসতাফা কামাল পাশা # ৯০

এক : জন্ম ও বংশ ৯০
দুই : শিক্ষাজীবন ৯০
তিন : সেনাবাহিনীর চাকরি ৯১
চার : যুদ্ধ ও সংগ্রাম ৯২
পাঁচ : চিন্তাধারা ও মতবাদ ৯৩
ছয় : ইসলামবিরোধী সংবিধান প্রণয়ন ৯৩
সাত : মৃত্যু ৯৫
আট : সারকথা ৯৫

তৃতীয় অধ্যায়

হিন্দুস্থানে আধুনিকতাবাদ আন্দোলন # ৯৬

স্যার সাইয়িদ আহমাদ খান # ৯৭

এক : জন্ম ও সংক্ষিপ্ত জীবন ৯৭
দুই : জীবনের প্রথম ভাগ ৯৮
তিন : দ্বিতীয় ভাগ ৯৮

চার : তৃতীয় ভাগ ৯৯
পাঁচ : স্যার সাইয়িদের আকিদা-বিশ্বাস ১০১
ছয় : উপসংহার ১০৫

গোলাম আহমাদ পারভেজ # ১০৬

এক : জন্ম ও সংক্ষিপ্ত জীবন ১০৬
দুই : লিখিত গ্রন্থ ও গবেষণাকর্ম ১০৭
তিন : চিন্তাধারা ও মতবাদ ১০৭
চার : আল্লাহর প্রতি ইমান ১০৭
পাঁচ : রিসালাতের ইমান ১০৯
ছয় : আখিরাতের প্রতি ইমান ১১০
সাত : ফেরেশতার প্রতি ইমান ১১১
আট : কুরআনের প্রতি ইমান ১১১
নয় : কুরআনের বিচ্যুতিপূর্ণ তাফসির ১১২
দশ : পারভেজের কাফির হওয়ার ফাতওয়া ১১৫

প্রফেসর ড. তাহির আল কাদরি # ১১৭

এক : জন্ম ও শিক্ষাজীবন ১১৭
দুই : ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবন ১১৮
তিন : রচনাবলি ১১৯
চার : পর্যালোচনা ১২০
পাঁচ : একটি ঘটনা ১২২
ছয় : রচনার অ্যাকাডেমিক ভিত্তি নিয়ে আপত্তি ১২২
সাত : আধুনিকতাবাদী চিন্তাচেতনা ১২৪
আট : কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক তাফসির ১২৯
নয় : শিয়া হওয়ার অভিযোগ ১৩০
দশ : তাহির কাদরির স্বপ্ন ১৩২
এগারো : কাদরির সমালোচক ১৩৩
বারো : উপসংহার ১৩৫

মাওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান # ১৩৮

এক : জন্ম ও সংক্ষিপ্ত জীবন ১৩৮

দুই : লিখিত গ্রন্থ ও গবেষণাকর্ম ১৩৮
তিন : চিন্তাধারা ও মতাদর্শ ১৪০
চার : দীন প্রতিষ্ঠা ও শরিয়ত বাস্তবায়ন-নীতি ১৪০
পাঁচ : জিহাদ ও শান্তি-ভাবনা ১৪৯
ছয় : খতমে নবুওয়াত ও রিসালাতের অমর্যাদা ১৫১
সাত : ফিলিস্তিন ও কাশমির সংকট ১৫৪
আট : কিয়ামতের পূর্বনিদর্শন : খানের অপব্যাখ্যা ১৫৬
নয় : ইনতিকাল ১৬১

জাবেদ আহমাদ গামিদি # ১৬৬

এক : জন্ম ও প্রাথমিক জীবন ১৬৬
দুই : চিন্তাধারা ও মতবাদ ১৬৮
তিন : কিরাআতে মুতাওয়াতিরা অনারবদের ফিতনা ১৬৮
চার : সুন্নাহ অথবা হাদিস একই ১৬৯
পাঁচ : ফিতরাত বা প্রকৃতি-দর্শন ১৭২
ছয় : কিতাব শুধু কুরআনই নয় ১৭৫
সাত : লিখিত গ্রন্থ ১৭৭
আট : উপসংহার ১৭৮

নির্ঘণ্ট # ১৮০

تمہید

کچھ عرصہ پہلے جناب شاکر انور صاحب نے واٹس ایپ پر رابطہ کیا کہ وہ ہماری کتاب "تحریک تجدد اور متجددین" کا بنگالی زبان میں ترجمہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہر حال یہ کسی بھی مصنف کے لیے خوشی کا باعث ہو سکتا ہے کہ اس کی تحریر کو دوسری زبانوں میں منتقل کیا جائے۔ راقم نے ان کو بخوشی اجازت دی اور اب یہ کتاب اپنی طباعت کے مراحل میں ہے کہ مترجم نے مجھ سے اس کی تمہید کے طور کچھ الفاظ لکھنے کو کہا۔

راقم کی اس وقت تک کوئی بیس سے زائد کتب اور دو صد سے زائد تحقیقی مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ یہ کتاب راقم کی ابتدائی کتب میں سے ہے۔ اس وقت میں نیا نیا لکھاری تھا۔ اس لیے اب یہ سوچتا ہوں کہ اگر آج اس کتاب کے موضوع پر قلم اٹھاتا تو اس سے بھی بہتر مواد سامنے آتا، ان شاء اللہ۔ لیکن بہر حال اللہ عزوجل کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے کہ جس پر اس کو ہونا ہے۔

میری سب سے پہلی کتاب "حقوق الزوجین" پر تھی کہ جس کا ہندی ترجمہ شائع ہوا تھا۔ یہ کتاب میں نے عربی سے اردو میں ترجمہ کی تھی۔ کتاب کے مضامین اچھے تھے کہ ہندوستان میں ایک صاحب نے اس کا اردو سے ہندی ترجمہ کروا کے اپنے بچوں کی شادی کے موقع پر مفت بانٹا اور ہمیں بھی دو نسخے بھیجے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ افغانستان سے کال آئی کہ آپ حافظ زبیر ہیں؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ کہنے لگے کہ میں نے آپ کی "چہرے کے پردے" پر کتاب کا پشتو ترجمہ کیا ہے جو ہم یہاں سے شائع کر رہے ہیں۔ کتاب پر آپ کا نمبر دیا ہوا تھا۔ بس تصدیق کے لیے فون کیا تھا۔ اور فون بند کر دیا۔

بہر حال یہ اللہ کا فضل ہے اور سب تعریف اسی کی ہے کہ ہماری کتب کے مقامی زبانوں

میں تراجم بھی ہو رہے ہیں بلکہ پاکستان اور ہندوستان سے کئی ایک ناشر ان کتب کو اردو میں بھی پبلش کر رہے ہیں۔ ہندوستان سے بھی چار پانچ ناشرین نے ہماری کتب کو شائع کرنا شروع کیا ہے۔

میں بنگالی زبان نہیں جانتا ہوں جبکہ ہمارے بنگالی مترجم اردو جانتے ہیں لہٰذا میرے لیے اس ترجمے پر کوئی بات کرنا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بنگالی اور اردو زبان کا رسم الخط مختلف ہے۔ بہر حال مترجم سے اردو زبان میں واٹس ایپ کال پر گفتگو رہی ہے اور ان کی اردو بہتر ہے۔

میں آخر میں اپنے مترجم اور مکتبہ کالانتور پرکاشنی، بنگلہ دیش کا بھی مشکور ہوں کہ وہ اس کتاب کو اپنے مکتبے سے شائع کر کے ہمارے لیے عزت افزائی کا باعث بن رہے ہیں۔

ڈاکٹر حافظ محمد زبیر
۱۹ ستمبر ۲۰۲۳

ڈاکٹر حافظ محمد زبیر
19-09-2023

লেখকের কথা

রচনার প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য

২০০৪ থেকে ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আমি লাহোরের কুরআন অ্যাকাডেমির গবেষণাবিভাগে যুক্ত ছিলাম। বিভিন্ন কোর্স ও প্রোগ্রামে পাঠদান ছাড়াও কমবেশি গবেষণার কাজ তখন আমাকে করতে হয়। মূলত সে সময়কার ২০টি প্রবন্ধের সংকলনই এ বই। *তাহরিকে তাজাদ্দুদ আওর মুতাজাদ্দিদিন* নামে এ প্রবন্ধগুলো লাহোরের *মাসিক মিসাকে* ডিসেম্বর ২০১০ থেকে জুলাই ২০১১ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। মুলতানের *মাসিক আল-আহরারেও* ছাপা হয় কয়েকটি লেখা। ব্যাপক প্রচারের জন্য সেগুলোই এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হলো।

গবেষণা-পদ্ধতি

মূলত বইটি আমার অধ্যয়নের সারনির্যাস, যাকে লিখিত রূপ দেওয়া হয়েছে। তাই এর রচনাশৈলী গবেষণার ঢঙে রাখা হয়নি, যে কারণে গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়ের সূত্র বিশদভাবে টীকায় উল্লেখ করা যায়নি; বরং বইয়ের শেষে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বস্তুত এটি লেখকের নিজস্ব গবেষণাও নয়। কোথাও অন্য লেখকদের গবেষণা সংক্ষেপে উৎকলিত হয়েছে। আবার কোথাও বিদ্যমান গবেষণায় নতুন তথ্য যোগ করা হয়েছে। গবেষণার প্রথম লক্ষ্য হলো সৃষ্টি। দ্বিতীয় লক্ষ্য, ইতিপূর্বে গবেষণা করা হয়েছে এমন বিষয় সংযোজন। তৃতীয় লক্ষ্য, গবেষণাকৃত উপাত্তকে সংক্ষিপ্ত করা। এ বই গবেষণার অন্তত দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্দেশ্য পূরণ করেছে বলেই মনে হয়।

এতে মূলত দুই শ্রেণির লোকদের আলোচনা ঠাঁই পেয়েছে—প্রথমত, যাঁদের চিন্তাধারা ও মতবাদ এতই দূষিত যে, তাঁদেরকে স্পষ্টত আধুনিকতাবাদী বলে চিহ্নিত করা যায়। দ্বিতীয়ত, শাখা-প্রশাখাগত কিছু ক্ষেত্রে যাঁদের চিন্তায় আধুনিকতাবাদের প্রভাব দেখা যায়, তবু মোটাদাগে তাঁদেরকে আধুনিকতাবাদী আখ্যা দেওয়া সংগত নয়।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

কমস্যাটস বিশ্ববিদ্যালয় (Comsats University) ইসলামাবাদ ক্যাম্পাসের রেক্টর প্রফেসর ড. এসএম জুনায়েদ জায়দি, লাহোর ক্যাম্পাসের ডাইরেক্টর প্রফেসর ড. কায়সার আব্বাস এবং মানবিক বিভাগের প্রধান ড. মুদ্দাসসার মাহমুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও নিরীক্ষার প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ সরবরাহ করে আমাকে সাহায্য করেছেন। এ ছাড়া আমার সহধর্মিণীর প্রতিও রইল বিশেষ কৃতজ্ঞতা, যাঁর সহযোগিতা ও চেষ্টায় গ্রন্থটি পূর্ণতা পেল।

ড. মুহাম্মাদ জুবায়ের

ভূমিকা

তাজাদ্দুদ, মুতাজাদ্দিদ, তাজদিদ ও মুজাদ্দিদ

'তাজাদ্দুদ' আরবি শব্দ। এর মূল হরফ যথাক্রমে 'জিম', 'দাল' এবং 'দাল'। এই ধাতু থেকে আরবিতে গুরুত্বপূর্ণ দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়—একটি তাজাদ্দুদ, অপরটি তাজদিদ। 'তাজাদ্দুদ' বাবে তাফাউলের একটি ক্রিয়ামূল, এর কর্তৃপদ হলো 'মুতাজাদ্দিদ'। অন্যদিকে 'তাজদিদ' বাবে তাফয়িলের ক্রিয়ামূল, যার কর্তৃপদ 'মুজাদ্দিদ'। আধুনিক উর্দু সাহিত্যে 'তাজাদ্দুদ' এবং 'তাজদিদ' যথাক্রমে নেতিবাচক ও ইতিবাচক দুটি পরিভাষা হিসেবে পরিগণিত।

বাবে তাফয়িল থেকে 'তাজদিদ' ক্রিয়ামূল সকর্মকরূপে ব্যবহৃত হয়। অর্থ দাঁড়ায় جدد الشيء অর্থাৎ কোনোকিছু নবায়ন করা। কিছু কিছু আলিমের মতে উল্লিখিত ক্রিয়ামূলে 'তা' বর্ণটি 'কামনা' অর্থসূচক। অর্থাৎ কোনোকিছু নবায়ন করতে চাওয়া।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহ. বলেন, 'তাজদিদ'-এর প্রেক্ষিত তখনই তৈরি হয়, যখন কোনোকিছুর নিদর্শন একেবারে হারিয়ে যায়।[১] কেননা, একজন মুজাদ্দিদই দীনের লুপ্তপ্রায় শিক্ষা ও নিদর্শনাবলি পুনরুদ্ধার করে ইসলামের বাস্তব চিত্র মানুষের কাছে তুলে ধরেন। অতএব তাজদিদ অর্থ কোনোকিছুর সংস্কারসাধন, তাতে সংযোজন বা বিয়োজন নয়।

ড. ইউসুফ আল কারজাবির মতে, তাজদিদ অর্থ কোনোকিছুকে তার প্রকৃত রূপে ফেরানো। যেমন, রাসুল ﷺ ও খুলাফায়ে রশিদিনের যুগে ইসলাম আসল রূপে বিদ্যমান ছিল। তারপর ক্রমান্বয়ে মানুষের আকিদা-বিশ্বাসে অসংখ্য বিভ্রান্তির অনুপ্রবেশ ঘটে। খারিজি, মুতাজিলা, জাহমিয়া, শিয়া, কালামি প্রভৃতি সম্প্রদায় শত শত বাতিল মতবাদ ও চিন্তাধারা ইসলামের নামে প্রচার করতে শুরু করে। তখন আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমামরা এসব বাতিল মতবাদ ও চিন্তাধারা যথোচিতভাবে খণ্ডন করে দীনের প্রকৃত স্বরূপ জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেন। এর নামই 'তাজদিদ'। আর এই বিরাট কাজ যিনি সম্পাদন করেন, তাঁকে বলা হয় 'মুজাদ্দিদ'।

[১] *মাজমুউল ফাতাওয়া*: ৮/১৮।

আরবি ভাষায় تجديد العهد (তাজদিদুল আহদ) পরিভাষাটি বেশ প্রসিদ্ধ। এর অর্থ হলো, নতুন কোনো শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন না করে আগের শাসনব্যবস্থাকেই ঢেলে সাজানো এবং শক্তিশালী করা। এভাবেই ইসলামের তাজদিদ অর্থ নতুন কোনো ইসলাম নয়, বরং ইসলামের ব্যাপারে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়গুলোর কৃত অপপ্রচার ও অপব্যাখ্যা নিরসন করে ইসলামকে নতুন করে ঢেলে সাজানো।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন :

إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক শতবর্ষ পরে উম্মতের জন্য এমন একেকজন ব্যক্তিকে পাঠাবেন, যারা তাদের দীনের তাজদিদ করবে।[২]

অপরদিকে 'তাজাদ্দুদ' ক্রিয়াপদটি ব্যবহৃত হয় অকর্মকরূপে। যেমন تجدد الشيء অর্থাৎ কোনোকিছু নতুন হওয়া। আরবিতে تجدد الضرع অর্থ হচ্ছে, কোনো জন্তুর দুধ শুকিয়ে যাওয়া। জন্তুর আগের দুধ শুকিয়ে নতুন দুধ এলে তবেই এ বাগ্‌ধারাটি বলা হয়। সুতরাং 'তাজাদ্দুদ' অর্থ দাঁড়ায় পুরানো কিছু চলে যাওয়ার পর সেখানে নতুন কিছু আসা। একবার দুধ দোহনের পর জন্তুর স্তনে যে দুধ আসে, সেটা নতুন এবং তা আগের দুধ নয়। কাজেই ইসলামের 'তাজাদ্দুদ' অর্থ দাঁড়ায়, আগে থেকে চলে আসা ইসলাম বিলুপ্ত হয়ে সেখানে নতুন ইসলাম চালু হওয়া। একে বাংলায় পুনর্গঠন বা পুনর্নির্মাণ এবং ইংরেজিতে Reconstruction বলা হয়। অর্থাৎ ইসলামের ভিত্তি নির্মূল হয়ে গেছে, এবার এর পুনর্নির্মাণ চাই।

সাইয়িদ সুলায়মান নদবি ড. ইকবালের 'তাশকিলে জাদিদ' বা ইসলামের পুনর্গঠন-তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করে লেখেন, 'মরহুম ইকবাল তাঁর বক্তব্য-সংকলনের নাম রেখেছেন *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, এ ব্যাপারে আমার আপত্তি ছিল। পুনর্নির্মাণ বা পুনর্গঠন অর্থ কী? এ কি নির্মূল হয়ে গেছে? ইসলামের প্রকৃত রূপ কি হারিয়ে গেছে, যাকে এখন পুনর্গঠন করতে হবে? এমন দাবি ইসলামের সামগ্রিক ইতিহাসকে অস্বীকার ছাড়া আর কী![৩]

সারকথা, তাজদিদ একটি ইতিবাচক পরিভাষা, যা দীনের ক্ষেত্রে কাম্য। অন্যদিকে তাজাদ্দুদ নেতিবাচক, যা দীনের ক্ষেত্রে নিন্দনীয়।

[২] সুনানু আবি দাউদ : ৪২৯১।

[৩] সে মাহি ইজতিহাদ, জুন ২০০৭ : ৫৪।

প্রথম আধুনিকতাবাদ আন্দোলন

হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষদিকে এমন কিছু ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে, যাঁরা ইসলামের চিরাচরিত পথ ছেড়ে ভিন্ন এক পথে চলতে শুরু করেন। মুতাজিলা সম্প্রদায়ের চিন্তাচেতনা ও আকিদা-বিশ্বাস যদিও মা'বাদ জুহানি, গায়লান দিমাশকি, জাহম ইবনু সাফওয়ান ও জাদ ইবনু দিরহাম প্রমুখের মধ্যে পাওয়া যায়; কিন্তু সাংগঠনিকরূপে এ সম্প্রদায়টির আত্মপ্রকাশ ঘটে ওয়াসিল ইবনু আতার (৮০-১৩১ হি.) হাত ধরেই। ওয়াসিল ছিলেন প্রসিদ্ধ তাবিয়ি হাসান বসরির অন্যতম শিষ্য। একবার হাসান বসরির সঙ্গে এক মাসআলায় ভিন্নমত করেন ওয়াসিল। কবিরা গুনাহকারী প্রকৃত মুমিন কি না, এ নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয় দুজনের মধ্যে। হাসান বসরির বক্তব্য ছিল এমন, কবিরা গুনাহের ফলে কারও ইমান যদিও সাময়িক হ্রাস পায়, তবু তা একেবারে নাই হয়ে যায় না। সাহাবি-তাবিয়িদের মতও এটাই। অপরদিকে ওয়াসিলের মতে, কোনো মুসলিম কবিরা গুনাহ করলে তার ইমান নষ্ট হয়ে যায়।

এরপর, কবিরা গুনাহের কারণে যার ইমান চলে যায়, তাকে কাফির বলা হবে কি না? এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সে কাফির নয়। কাফির ও মুমিনের কোনোটাই যদি না হয় তবে কী, এটা জিজ্ঞেস করা হলে ওয়াসিল বলেন, তার অবস্থান কুফর ও ইমানের মাঝামাঝিতে। এ স্তরকে তিনি মানজিলা বাইনাল মানজিলাতাইন আখ্যা দেন। সহজ কথায়, ইমান ও কুফরের মধ্যে ওয়াসিল নতুন আরেকটি পরিভাষা তৈরি করেন—যা বলে যে, ব্যক্তির এমন অবস্থাও হতে পারে যখন তার অন্তরে ইমান যেমন থাকে না, তেমনি কুফরও না।

যুগপৎ মুমিন না থাকার এবং কাফির না হওয়ার ধারণাটি তবু কিছুটা বোধগম্য হলেও হতে পারে, কিন্তু এটি আরেকটি প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসে, তা হলো—গুনাহগার অবস্থায় অথবা তাওবার আগে যদি এই লোকের মৃত্যু ঘটে, তাহলে আখিরাতে তার পরিণতি কী হবে? ওয়াসিল উত্তরে বলেন, এমন ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামি। এভাবে একসময় বিতর্কটি যখন প্রকট আকার ধারণ করে, ওয়াসিল তার অনুসারীদের নিয়ে হাসান বসরির মজলিস থেকে বেরিয়ে যান এবং আরেকটি ইলমি মজলিস বা হালাকাহ কায়েম করেন।